যুগান্তর

রাবিতে দেড় ডজন ছাত্রলীগ নেতা কর্মীর রগ কেটেছে শিবির

জিয়াউল গনি সেলিম, রাজশাহী ব্যুরো

আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট ক্ষমতায় আসার পর থেকে রাজশাহীতে ছাত্রলীগের অন্তত দেড় ডজন নেতাকর্মীর রগ কেটেছে ছাত্রশিবিরের ক্যাডাররা। ফলে তাদের অনেকেই এখন পঙ্গু হয়ে গেছেন। শিবিরের অব্যাহত এমনতর নৃশংস হামলায় দীর্ঘ হচ্ছে পঙ্গুত্বের তালিকা। পঙ্গুত্ব বরণ করা অনেক নেতাকর্মীই এখনও ফিরতে পারেননি সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে। শিবিরের এ ধরনের পরিকল্পিত হামলায় এখন আতঙ্কিত ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। নিরাপত্তাহীনতায় ক্যাম্পাস ছেড়েছেন অনেক নেতাকর্মী।

তারা এখন পঙ্গু : ভেঙে গেছে স্বপ্ন

এখন পর্যন্ত সর্বশেষ শিবির ক্যাডারদের রগ কাটা অভিযানের শিকার হয়েছেন রাজশাহী নগরীর মতিহার থানা ছাত্রলীগের যুগ্ম-আহ্বায়ক নিপুল আহমেদ তিতিক। বুধবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদ ভবন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। ১১ ডিসেম্বর রাজশাহীর বাসায় ছাত্রলীগ কর্মী মিজানুর রহমানের হাতের রগ কেটে দেয় বিএনপি ও শিবিরের ক্যাডাররা। গত ৭ অক্টোবর রাতের আঁধারে রাজশাহী নগরীর বিনোদপুর হানুফার মোড়ে সেলিম রেজা সেলু নামের সাবেক ছাত্রলীগ নেতাকে কুপিয়ে জখম করে দুর্বৃত্তরা। এ সময় তার ডান হাতের রগ ও বাম হাতের আঙুল কেটে দেয়া হয়। আহত সেলু নগরীর মির্জাপুর এলাকার শাহজান খানের ছেলে ও মহানগর ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ছাত্রলীগের দাবি এ ঘটনায় ছাত্রশিবির জড়িত। গত ৯ অক্টোবর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক শরিফুল ইসলাম সাধারণের রগ কেটে দেয় শিবির কর্মীরা। হামলায় তার বাম পা, মাথা ও পিঠে মারাত্মক জখম হয়েছে। এ সময় তার সহকর্মী গোলাম রব্বানী খান তুহানেরও বাম পায়ে গুলি করা হয়। এর আগে ১৯ সেপ্টেম্বর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের কর্মী ইমাম মেহেদী হাসানের রগ কেটে দেয়া হয়। এদিনের হামলায় ছাত্রলীগ কর্মী প্রসেনজিৎ, নাহিদ ও শাকান গুরুতর আহত হন। এর আগে ২৩ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক এসএম তৌহিদ আল হোসেন ওরফে তুহিন পায়ের রগ কেটে দেয় শিবির ক্যাডাররা। রাত ১০টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অতর্কিত হামলা চালিয়ে ছাত্রলীগ সম্পাদক তুহিনের হাত ও পায়ের রগ কেটে দেয়া হয়। হামলাকারীদের গুলিতে আহত হন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সমাজসেবা সম্পাদক শাওন সরকার। তৌহিদ এখন শঙ্কামুক্ত হলেও শঙ্কা কাটেনি তার পঙ্গুত্ব নিয়ে।

ক্যাম্পাস সূত্র জানায়, বর্তমান সরকারের চলতি মেয়াদে শিবির সবচেয়ে নৃশংসতম হামলা চালায় ২০১০ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি রাত থেকে ৯ ফেব্রুয়ারি ভোর পর্যন্ত। তারা শাহ মখদুম হল শাখা ছাত্রলীগের তৎকালীন নেতা ফারুক হোসেনকে কুপিয়ে হত্যা করে তার লাশ হল সংলগ্ন সৈয়দ আমীর আলী হলের ম্যানহোলের মধ্যে ফেলে রাখে। আর রগ কেটে দিয়ে যায় বেশ কয়েকজন ছাত্রলীগ কর্মীর। শিবিরের সেই বর্বরতার শিকার হন সেই সময়ের ছাত্রলীগ কর্মী সাইফুর রহমান বাদশা, ফিরোজ মাহমুদ, আতিকুজ্জামান

শিবির : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৫

শিবির : রগ

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

ও শরিফুল ইসলাম। বর্বরতার শিকার হয়ে এখনও তারা স্বাভাবিক জীবনযাপনে ফিরতে পারেননি। আহত ছাত্রলীগ কর্মী সাইফুর রহমান বাদশা বলেন, 'শরীরের কাটা দাগগুলো দেখে এখনও আঁতকে উঠি। ব্যথার যন্ত্রণায় রাতে ঘুমাতে পারি না। শিবিরের নৃশংসতা কেড়ে নিয়েছে আমার সব স্বপ্ন। বৃদ্ধ বাবার পেনশনের টাকায় এখনও নিজের চিকিৎসা করতে হচ্ছে। পড়াশোনা শেষ করে একটা চাকরিও জোগাড় করতে পারিনি।'

গত বছরের ২১ নভেম্বর চোরাগোপ্তা হামলার শিকার হন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের তৎকালীন সহ-সভাপতি (বর্তমানে কেন্দ্রীয় সদস্য) আহমেদুজ্জামান তাকিম। তাকিমকে এলোপাতাড়ি হামলা দিয়ে কুপিয়ে মারাত্মক জখম করা হয়। পরে তার বাম পায়ের ও একটি হাতের রগ কেটে দিয়ে পালিয়ে যায় তারা। এই হামলার জন্যও ছাত্রশিবিরকে দায়ী করে ছাত্রলীগ। তাকিম জানান, তিনি এখন আর স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারেন না। হাতের একটি আঙুলে তার কোনো অনুভূতি নেই। এ বছরের ১৭ মার্চ রাতে বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন বিনোদপুর এলাকায় স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতার বাড়িতে হামলা চালায় শিবির। ৩০ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শরিফুল ইসলামের বাড়িতে হামলা চালিয়ে তার হাত-পায়ের রগ কেটে দেয় শিবিরকর্মীরা। এই ঘটনায় স্থানীয় আওয়ামী লীগের সদস্য সাইদুল হোসেন ও ৩০ নম্বর ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি রুহুল আমিনকে কুপিয়ে জখম করে শিবির। শরিফুল ইসলাম বলেন, 'আমার ডান পায়ের গোড়ালি থেকে নিচ পর্যন্ত কোনো অনুভূতি নেই। বাম পায়ে ৩৫টির মতো সেলাই দেয়া হয়েছিল। হাঁটতে গেলে পা ফুলে যায়, রাতে প্রচণ্ড ব্যথা হয়। আর শরীরের বিভিন্ন অংশের জখমগুলো এখনও যন্ত্রণা দেয়। চিকিৎসকরা আরও একবার অস্ত্রোপচার করতে বলেছেন।'

চলতি বছরের ১৪ ফেব্রুয়ারি রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী মেহেরচণ্ডী এলাকায় চোরাগোপ্তা হামলার শিকার হন জেলা ছাত্রলীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক হাবিবুর রহমান। হামলাকারীরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে তার বাম পায়ের ও ডান হাতের রগ কেটে দেয়। পরবর্তী সময়ে হাবিবুরের ডান পায়ের হাঁটু পর্যন্ত কেটে ফেলতে হয়েছে। এখন ক্র্যাচ ছাড়া চলতে পারেন না তিনি। এ ঘটনার জন্য শিবিরকেই দায়ী করেছেন তিনি ও তার সংগঠন ছাত্রলীগ। ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন, 'প্রথমে দল থেকে কৃত্রিম পা সংযোজনের জন্য আশ্বাস দেয়া হয়েছিল।